



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1

বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৩ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-5

11th October 2026 ◆ Sunday ◆ KRC Times East and NE India Edition

◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year



WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

মেঘালয়ে ছোট আকারে কয়লা খনন ফের শুরুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র

শিলং : মেঘালয়ে ছোট আকারে কয়লা খনন পুনরায় চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে কয়লাবাহী এলাকাগুলি পরিদর্শন করল কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রকের প্রযুক্তিগত দল। পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস ও খাসি হিলসের বিভিন্ন খনি এলাকা পরিদর্শন করেন কয়লামন্ত্রী, সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মাইনস সেফটির আধিকারিকরা। ২০১৪ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত এনজিটি ইউর-গর্ত পদ্ধতিতে কয়লা খনন নিষিদ্ধ করেছিল। রাজ্যের খনিজ সম্পদ বিভাগের অধিকর্তা এম পি টংপের জানান, পরিবেশ ও নিরাপত্তাবিধি মেনে খনন শুরুর সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে। এদিকে, রাজ্যে প্রায় ১৩.০২ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লার ঘাটতি নিয়ে তদন্তের দাবিও উঠেছে।

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস মোদির, খেমচাঁদের সঙ্গে বৈঠক

নয়াদিল্লি : হিংসাবিধ্বস্ত মণিপুরে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাতে রাজ্য সরকারকে সব রকম সহায়তার আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার দিল্লিতে নিজের সরকারি বাসভবন ৭ লোক কল্যাণ মার্গে মুখ্যমন্ত্রী ইউম্লাম খেমচাঁদ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে এই আশ্বাস দেন তিনি। বৈঠকে রাজ্যের পরিস্থিতির উন্নতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ফেরানো এবং জনজীবন স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলি প্রধানমন্ত্রীকে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, মণিপুর সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন মোদি। রাজ্যের মানুষের যুক্তিসংগত সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাসও



দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে ইম্ফল-ডিমাপুর-গুয়াহাটি বাস পরিষেবা পুনরায় চালুর বিষয়টি তুলে ধরেন খেমচাঁদ। পাশাপাশি, জাতীয় সড়ক ৩৭ ও ২ দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাকের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করার উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।

এ ছাড়া, মণিপুরের কয়েকটি রাজ্য সড়ককে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার প্রস্তাবে অনুমোদন চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসকে (রিমস) এইমসের সমমর্যাদা দেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর সফরের আমন্ত্রণ জানান খেমচাঁদ। তবে সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

অসমে আরও ৪৩৯ জনের হাতে নিয়োগপত্র

২ লক্ষ সরকারি চাকরির লক্ষ্যে এগোচ্ছে হিমন্ত সরকার

গুয়াহাটি : অসমে দুই লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে আরও এক ধাপ এগোল হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকার। রবিবার গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি দফতরের ৪৩৯ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে ২০২১ সাল থেকে রাজ্যে মোট সরকারি নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১,৬৫,৭৪৯। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এখনও ৩৪,২৫১টি নিয়োগ বাকি।

নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে দেড় লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি



দেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরেও নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার উপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে সরকারি চাকরির নিয়োগ

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ নেই। এ দিনের নিয়োগে অসম কো-অপারেটিভ অ্যাপেল ব্যাঙ্ক, শ্রমকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও জলসম্পদ দফতরের পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে ১৮৪ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং জলসম্পদ দফতরে ৮৭০ জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ও ১৬ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির প্রক্রিয়াও দ্রুত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে বাকি ৩৪,২৫১টি পদ কবে পূরণ হবে, তার নির্দিষ্ট সময়সূচি এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

শুভেন্দুর জমানায় প্রথম মহালয়া, ইডেনে ৩ হাজার ঢাকির তালে গিনেস রেকর্ড

কলকাতা : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকারের আমলে প্রথম দুর্গাপূজাকে ঘিরে মহালয়ায় নজিরবিহীন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল কলকাতা। ইডেন গার্ডেন্সে চোখধাঁধানো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, ড্রোনের আলোয় দুর্গার প্রতিচ্ছবি, নাচ-গান ও আতসবাজির মধ্য দিয়ে বরণ করা হল দেবীপক্ষকে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একসঙ্গে তিন হাজার ঢাকির সমবেত বাদি, যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে।

শনিবার বিকেলে ঢাকের বোল, আদিবাসী নৃত্য এবং লগ্নজিতা চক্রবর্তী ও ইমন চক্রবর্তীর গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন



জেলার লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় বিশেষ আয়োজনে। রোড রোড থেকে হেঁটে ইডেনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে গিনেসের শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। মহালয়ার এই মেগা আয়োজন নতুন সরকারের আমলে দুর্গোৎসবের সূচনাকে বিশেষ মাত্রা দিল।

দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে জনগণনা শেষ করার লক্ষ্যে মিজোরাম, স্থান শরণার্থীদেরও

আইজল : জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতি জোরদার করেছে মিজোরাম। দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে জনগণনার কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। এই গণনায় রাজ্যে বসবাসকারী শরণার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে জনগণনায় নাম নথিভুক্ত হওয়া মানেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া নয়। আধার নম্বর জানাতে অনিচ্ছুক কাউকে তা দিতে বাধ্য করা যাবে না বলেও জানিয়েছে প্রশাসন। শনিবার আইজলে জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যসচিব খিল্লি রাম মীনা। প্রশিক্ষণ, কর্মী মোতায়েন ও নির্ধারিত

সময়ে কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশাসন জানিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এ নাম বাদ পড়া ব্যক্তিরও জনগণনায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। প্রশিক্ষক, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গণনাকারীকে প্রায় ৮০০ জনের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য কেন্দ্র ১৯.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত কাজ শেষ করতে চাইছে রাজ্য প্রশাসন।



গাজায় শুধু যুদ্ধবিরতি নয়, চাই পুনর্গঠন ও ন্যায়বিচার

৭অক্টোবরের হামলার তিন বছর পর শেষ ইজরায়েলি পণবন্দিরও ঘরে ফেরা হয়েছে, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে গাজার মানুষের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। সংঘর্ষ থামানো জরুরি, কিন্তু স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজন পুনর্বাসন, জবাবদিহি এবং স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক পথ।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইজরায়েলে হামলায় প্রায় ১, ২০০ মানুষ নিহত হন এবং ২৫১ জনকে পণবন্দি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওই হামলা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে আমূল বদলে দিয়েছিল। নিরীহ মানুষকে হত্যা এবং তাঁদের পণবন্দি করা ছিল অপরাধ। প্যালেস্তিনীয়দের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা বা রাষ্ট্রহীনতার যন্ত্রণা দিয়ে সেই অপরাধের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু হামাসের অপরাধের বিচার হতে পারে না গাজার সমগ্র জনসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে। একটি অন্যায়ে জবাব আরেকটি বিপর্যয় হতে পারে না। তিন বছর পর, ২০২৬ সালের ৭ অক্টোবর, গাজায় ওই হামলার সঙ্গে যুক্ত শেষ ইজরায়েলি পণবন্দিরও আর থাকার কথা নয়। কিন্তু পণবন্দিদের ঘরে ফেরা যেমন জরুরি মানবিক সাফল্য, তেমনই প্রশ্ন থেকে যায়: গাজার মানুষের ঘর কোথায়? তাঁদের জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কে নেবে?

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাবে, ইজরায়েলের সামরিক অভিযানে প্যালেস্তিনীয়দের মৃতের সংখ্যা ৭৪ হাজার ছাড়িয়েছে। ভূখণ্ডটির প্রায় ৮০ শতাংশ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বিভিন্ন হিসাব জানাচ্ছে। ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষের অধিকাংশই একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থা; জনজীবনের অপরিহার্য পরিকাঠামো বিপর্যস্ত। রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাধীন তদন্ত কমিশন ২০২৫ সালে গাজায় গণহত্যার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। ইজরায়েল অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন

এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিরতিকে শান্তির সমার্থক বলে ধরে নেওয়া বিপজ্জনক। ২০২৫ সালের অক্টোবরে মার্কিন উদ্যোগে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি বড় আকারের সামরিক অভিযান থামালেও প্রাণহানি বন্ধ করতে পারেনি। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও ১,৪০০-র বেশি প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। ইজরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের যুক্তি দেখিয়েছে; হামাস পাল্টা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি ভাঙার অভিযোগ তুলেছে। ফলে যুদ্ধবিরতির পরেও গাজা কার্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অ্যাসেসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদন

সমস্যার গভীরতা আরও স্পষ্ট হয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অচলাবস্থা থেকে। গাজা পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত প্যালেস্তিনীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি এখনও দায়িত্ব নিতে পারেনি। আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীও মোতায়েন হয়নি। ইজরায়েলি বাহিনী ভূখণ্ডটির বড় অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, আর ত্রাণ প্রবেশের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ নিয়ে অভিযোগ অব্যাহত।

মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আর কোনও বিতর্ক থাকা উচিত নয়। খাবার, বিশুদ্ধ জল, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, আশ্রয় এবং শিশুদের শিক্ষা; এসব কোনও রাজনৈতিক দর-কষাকষির উপকরণ হতে পারে না। সীমান্তপথগুলি পুরোপুরি খুলে দিতে হবে, ত্রাণ পৌঁছানোর প্রশাসনিক বাধা দূর করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে নিরাপদে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

গাজার পুনর্গঠনও এমন কোনও কাজ নয়, যা সুবিধাজনক সময়ে ধীরে ধীরে করা যাবে। বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল, বিদ্যুৎ, পানীয় জল এবং নিকাশি ব্যবস্থা পুনরায় গড়ে তোলার জন্য চাই বিপুল অর্থ, নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং আন্তর্জাতিক নজরদারি। কিন্তু পুনর্গঠনের অর্থ শুধু ইট-পাথরের স্থাপনা ফেরানো নয়। যাঁরা পরিবার হারিয়েছেন, যাঁদের জীবিকা শেষ হয়েছে, যেসব শিশু বছরের পর বছর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় হচ্ছে; তাঁদের জীবনেও স্বাভাবিকতার সুযোগ ফিরিয়ে দিতে হবে।

তার জন্য গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব প্যালেস্তিনীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্থানীয় মানুষের কাছে দায়বদ্ধ প্রশাসন ছাড়া কোনও পুনর্গঠনই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আন্তর্জাতিক সহায়তা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু গাজার মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার তাঁদের নিজেদেরই থাকতে হবে। স্থায়ী শান্তির পথে হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং ইজরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার; দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটিকে অন্যটির অনিদিষ্টকালীন স্থগিত রাখার অজুহাত হতে দেওয়া চলবে না।

মৌদী সরকারের আমলে প্রতিবাদের অধিকার কোথায়?

দিল্লিতে গণ-আটক ঘিরে জরুরি অবস্থার ছায়া, কাঠগড়ায় গণতন্ত্র

কেবন মিত্র

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও ভোটের তালিকা সংশোধন নিয়ে সিজেরিপির বিক্ষোভ ঘিরে রাজধানীতে ব্যাপক ধরপাকড়, বিমান থেকে আটক সিজেরিপির শীর্ষ নেতারা, ব্যারিকেডে অবরুদ্ধ রাজপথ। বন্ধ মেট্রো স্টেশন, ব্যাহত জনজীবন; নিরাপত্তার যুক্তিতে প্রতিবাদের অধিকার কতটা খর্ব করা যায়, প্রশ্ন উঠছে মৌদী সরকারের ভূমিকা নিয়ে। গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা করা অপরাধ নয়, শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদও নয়। অথচ রাজধানী দিল্লিতে কয়েচ জনতা পার্টি (সিজেরিপি)-র বিক্ষোভ ঘিরে শনিবার যে ব্যাপক ধরপাকড় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেল, তাতে এই মৌলিক প্রশ্নটিই সামনে এসেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে অভিযোগের তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল সিজেরিপি। কিন্তু যন্ত্রের মন্তরে পৌঁছানোর আগেই বহু প্রতিবাদকারীকে আটক করা হয়। দলের শীর্ষ নেতাদেরও দিল্লিতে পৌঁছানোর পর আটক করে পুলিশ। রাজধানীর একাধিক এলাকায় ব্যারিকেড, যান চলাচলে বিধিনিষেধ এবং মেট্রো পরিষেবা বাধার জেরে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগও বাড়ে। ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রে এখন একটি প্রশ্ন; আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে প্রতিবাদকে কার্যত অন্ধুরেই আটকে দেওয়ার কৌশল কি গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রশ্ন আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নির্বাচিত সরকারের গণতান্ত্রিক বৈধতা শুধু ভোটে জেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিরোধী মত, শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি তার আচরণেও সেই বৈধতার পরীক্ষা হয়।

দিল্লিতে বিক্ষোভের দিন কয়েচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস এবং মুখপাত্র আশুতোষ রানকাকে বিমান থেকে নামার পর আটক করা হয়। দিল্লিতে পৌঁছানোর পর তাঁদের আটক করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের আটক করার ঘটনাও ভিডিওতে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, যন্ত্রের মন্তরে ও কনট প্লেসের আশপাশ থেকে আটক বিক্ষোভকারীদের পুলিশ ভ্যানে চাপিয়ে চাত্রসাল স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সামনে এসেছে। শনিবার রাত সাড়ে বারোটো পর্যন্ত দিল্লিতে অস্ত্রত এক হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়ার পরবর্তী প্রতিবেদনে সংখ্যাটি ১, ৫০০-র বেশি বলে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, ধরপাকড়ের ব্যাপ্তি যে বড় ছিল, তা একাধিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তবে এই সংখ্যার মধ্যে প্রতিরোধমূলক হেফাজতে নেওয়া এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের হিসাব আলাদা কি না, তা স্পষ্ট করা জরুরি।

এখানেই প্রশাসনের কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন। ঠিক কত জনকে আটক করা হয়েছে, তাঁদের কোথায় রাখা হয়েছে, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে কি না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে; এই তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। আটক ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বও পুলিশের। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, বিক্ষোভের জন্য যথাযথ অনুমতি নেওয়া হয়নি। বিক্ষোভের আগে পুলিশ ১৫টি জেলায় পৃথক আটককেন্দ্র এবং ৩৭টি বাধা দেওয়ার জায়গা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা করেছিল।

প্রশাসনের যুক্তি, অনুমতিহীন জমায়েত, যান চলাচল এবং জনশৃঙ্খলার সমস্যা এড়াতেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোনও বিক্ষোভের অনুমতি না দেওয়া এবং সেই বিক্ষোভে যোগ দিতে চাওয়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে আগেভাগে আটক করা কি একই বিষয়? নিরাপত্তার আশঙ্কা থাকলে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই বিধিনিষেধের প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতা যাচাই করাও জরুরি। নিউ দিল্লি এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা প্রয়োগ করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এই ধারা জনশৃঙ্খলা

বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। কিন্তু এই ক্ষমতা অসীম নয়। নিষেধাজ্ঞা থাকলেই প্রতিটি আটক স্বয়ংক্রিয় ভাবে আইনসম্মত হয়ে যায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রে আটক করার কারণ, প্রযোজ্য আইন এবং আইনি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জারি হওয়া জরুরি অবস্থা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নাগরিক স্বাধীনতা খর্বের এক অন্ধকার অধ্যায়। সেই সময় বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার, সংবাদমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং নাগরিক অধিকার সংকুচিত করার ঘটনা ঘটেছিল। দিল্লিতে সিজেরিপির বিক্ষোভ ঘিরে ব্যাপক ধরপাকড়ের পর সেই ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টানছেন সমালোচকেরা।

তবে জরুরি অবস্থার সময়কার দেশব্যাপী দমন-পীড়ন এবং বর্তমানের একটি বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশ পদক্ষেপের মধ্যে সরাসরি সমতা টানতে হলে আটকসংখ্যা, হেফাজতের মেয়াদ, বিচারব্যবস্থার ভূমিকা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিকে জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়াবহ বলে প্রতিষ্ঠা করার মতো তুলনামূলক পরিসংখ্যানও প্রয়োজন। কিন্তু সেই সতর্কতা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নকে খাটো করে না। বরং প্রশ্নটি আরও স্পষ্ট করে; জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পাঁচ দশক পরেও শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ঘিরে এত বড় মাপের ধরপাকড় কেন?

মৌদী সরকারের কাছে এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার জবাব রাজনৈতিক পাল্টা অভিযোগে নয়, স্বচ্ছ তথ্য ও আইনি যুক্তিতে দেওয়া প্রয়োজন। গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতাও শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

দিল্লিতে গণ-আটক ও বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার ঘটনায় সরব হয়েছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতিকে জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন। শনিবার দক্ষিণ অ্যাভিনিউ এলাকায় পুলিশ যন্ত্রের মন্তরে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে দলের সাংসদদের সঙ্গে ধর্নায় বসেন তিনি। পরে তাঁকে ও তৃণমূলের একাধিক নেতাকে আটক করা হয়। মমতার অভিযোগ, এই ধরনের পদক্ষেপে আন্দোলন থামবে না, বরং প্রতিবাদীরা আরও বেশি মানুষের সমর্থন পাবেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে বিরোধীদের লড়াই চলবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী কর্মসূচির দিকেও নজর রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জোটের প্রস্তাবিত মিছিলে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বিরোধীদের অবস্থান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি এবং ভোটের তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁদের প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সিজেরিপি নেতাদের বিমান থেকে আটক করার ঘটনা সরকারের প্রতিবাদভীতিরই প্রকাশ। পরিস্থিতিকে জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ বলে মন্তব্য করে কেজরিওয়াল বলেন, দেশের তরুণরা জেগে উঠেছেন এবং তাঁদের আন্দোলন ভয় দেখিয়ে থামানো যাবে না। অন্যদিকে, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দিল্লিকে কার্যত ‘মুক্ত কারাগার’-এ পরিণত করার অভিযোগ তুলেছেন। বিক্ষোভ ঠেকাতে নেওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে দিল্লির দৈনন্দিন জীবনেও। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে বিধিনিষেধ জারি করা হয়, রাস্তা অবরুদ্ধ করা হয় এবং রেল পরিষেবাতেও ব্যাঘাত ঘটে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, একাধিক ট্রেন বাতিল বা দেরিতে চলার ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে অফিসযাত্রী, শিক্ষার্থী, রোগী এবং দৈনিক মজুরির উপর নির্ভরশীল মানুষের দুর্ভোগের প্রশ্নটি উপেক্ষা করা যায় না।

মণিপুরের তিন পাহাড়ি জেলায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত অন্তত ৯

কুকি সশস্ত্র গোষ্ঠী ও নাগা গ্রামরক্ষীদের ঘিরে হিংসা; নিরাপত্তা বাড়াল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনী

ইম্ফল : মণিপুরের পাহাড়ি জেলাগুলিতে ফের ছড়াল নাগা-কুকি সংঘর্ষের আগুন। কামজং, উখরুল ও কাংপোকপি জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় গুলিচালনা, হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্পর্শকাতর এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে হতাহতের চূড়ান্ত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে কিছু অমিল রয়েছে।

কামজং জেলার চাসাদ গ্রামে শুক্রবার রাতে হিংসার সূত্রপাত। বেআইনি বাহ্যিক ভাঙার অভিযানে যাওয়া পুলিশ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যৌথ দলের সঙ্গে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলির লড়াই হয়। এই ঘটনায় ৪২ বছর বয়সি কুকি মহিলা ডমখোনেই



তৌথাং নিহত হন। এর পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের অন্তত ১৪টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের কথা জানানো হয়েছে। চাসাদ পুলিশ থানার আশপাশেও ফের গুলিচালনা হয়।

কামজংয়ের নিংচৌ এলাকায় পৃথক হামলায় দুই নাগা গ্রামরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। কাংপোকপির মাকুই গ্রামে আরও তিন নাগা গ্রামরক্ষী নিহত হন। তাঁদের মধ্যে এক জনের

শিরশ্ছেদ করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি, যদিও সেই ঘটনার সব বিবরণ স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। তাপন এলাকায় নাগা গ্রামস্বৈচ্ছাসেবকদের উপর অতর্কিত হামলায় এক জন নিহত এবং দু'জন আহত হন। উখরুল জেলায় জাতীয় সড়ক ২০২-এ গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় অতর্কিত হামলায় নিহত হন নেপালি বংশোদ্ভূত সান্দীপ রাই। হামলাকারীদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে কামজংয়ের চাসাদ পুলিশ থানার চারপাশে ৪০০ মিটার এলাকায় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইউনুস খান চাঁদ সিং নিরীহ নাগরিকদের হত্যার নিন্দা করে দ্রুত শান্তি ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন করে হিংসা ছড়িয়ে পড়ায় ২০২৩ সাল থেকে অস্থিরতায় জর্জরিত মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ফের বড় চ্যালেঞ্জের মুখে।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে হেনস্থা! জড়িতদের শাস্তির দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলচর : অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে হেনস্থার অভিযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানানো গুভম রায়। এই ধরনের আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। এক বিবৃতিতে গুভম রায় বলেন, ছাত্রীদের অনুপযুক্ত প্রস্তাব দিয়ে হেনস্থা করার চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ ধরনের আচরণ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকা পবিত্র সম্পর্ক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

ঘটনার প্রতিবাদে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসা ছাত্রীদের প্রশংসা করেন গুভম রায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি, এই ঘটনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অসম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কৌশিক দাসগুপ্ত, আইসিসি-র সদস্য তনিশ দাস কাশ্যপ, এবিডিপি-র সম্পাদক মৌমিতা চন্দ-সহ অন্যান্য পদাধিকারী ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

গুভম রায় বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানো এবং সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশে প্রত্যেকের নিরাপত্তা, সম্মান ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্যাম্পাসে নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

ভোটাদিকারের পর ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারেও হস্তক্ষেপের চেষ্টা, মোদি-শাহকে নিশানা গৌরবের

গুয়াহাটি : ভোটাদিকার খর্ব করার পর এ বার নাগরিকদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারেও হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এমনই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় মোদি-শাহ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

গৌরবের এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে, যখন ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট।

আগামী ১২ অক্টোবর দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করার কর্মসূচি নিয়েছে বিরোধী জোট। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কাশ্যপের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো বিরোধী নেতারা। কংগ্রেস নেতা রাহুল



গান্ধী জানিয়েছেন, নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গণতন্ত্রের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা ফের পথে নামবেন।

এর আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিরোধী নেতারা। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদনে এসআইআর-সহ বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্যের দাবি করা হয়েছে।

তবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গগৈ ও বিরোধীদের অভিযোগ রাজনৈতিক বক্তব্য। এ বিষয়ে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

ভাঙা কাচের মণ্ডপে অভিনব আশার বার্তা

দুর্গাপূজার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আগরতলা

আগরতলা : ভাঙা কাচের টুকরোয় আশার বার্তা, ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তিতে দেবদেবীর রূপ এবং রাজস্থানের রাজকীয় ঐতিহ্য; এ বার দুর্গাপূজার অভিনব ভাবনায় দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে



প্রস্তুত ত্রিপুরার বিভিন্ন পুজো কমিটি। আগামী ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর দুর্গাপূজো উপলক্ষে আগরতলায় জোরকদমে চলছে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ।

আগরতলার কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে লক্ষাধিক ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির শিল্পী তাপস পালের পরিকল্পনায় লোহার কাঠামোর উপর পরিত্যক্ত কাচের টুকরো বসিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপটি। আলোকসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হবে তার নান্দনিক রূপ। শিল্পীর বক্তব্য, ভাঙা কাচের মতো ভেঙে যাওয়া আশাকেও নতুনভাবে সাজিয়ে অর্থবহ ও সুন্দর করে তোলা সম্ভব। পুজো কমিটির সভাপতি সুকান্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,

মণ্ডপ নির্মাণে বাজেট প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, একতান যুব সংস্থার মণ্ডপে ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপণ প্রযুক্তিতে দেখানো হবে অসুরবধে দেবী দুর্গা এবং সৃষ্টির ও ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে শিবের তাণ্ডবনৃত্য। প্রায় ১০ মিনিটের

এই প্রদর্শনী হবে মণ্ডপের অন্যতম আকর্ষণ।

শিবনগর মডার্ন ক্লাব ত্রিপুরার ১৮টি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন তুলে ধরবে। এর মধ্যে রয়েছে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, উনকোটী, নীরমহল, ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ও মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর। দর্শনার্থীদের রাজ্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

অন্যদিকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের মণ্ডপে ফুটে উঠবে রাজস্থানের সংস্কৃতি। রাজপ্রাসাদের আদলে তৈরি মণ্ডপে জয়পুরের শিল্পীরা পরিবেশন করবেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জেএনইউ-কাণ্ডে বিমল আকৌজামের ইস্তফা দাবি ত্রিপুরা বিজেপির

আগরতলা : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) যৌন হেনস্তার অভিযোগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ঘিরে মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ অঙ্গোমচা বিমল আকৌজামের ইস্তফা দাবি করল ত্রিপুরা বিজেপি। শনিবার দলের রাজ্য সম্পাদক মিমি মজুমদারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে দল নীরব থাকে, অথচ বিরোধীদের ক্ষেত্রে জবাবদিহি দাবি করে।

ইনার মণিপুরের সাংসদ আকৌজামের জেএনইউতে অধ্যাপনার সময়কার অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে মজুমদার দাবি করেন, একাধিক ছাত্রী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে কংগ্রেস নেতৃত্বের উচিত যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। মহিলাদের নিরাপত্তা ও জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহির প্রশ্নেও সরব হন তিনি।

এদিকে, জেএনইউ থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে ‘উইচ হান্ট’ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি বলে দাবি করেছেন আকৌজাম। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির সুপারিশ ও বরখাস্তের নির্দেশের কপি না পাওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ।

বাদেজামা সালেপুর এমই স্কুলে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন

নিলামবাজার : পাথারকান্দি প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডের খাটালগুল মণ্ডল সময়কেন্দ্রের অধীন বাদেজামা সালেপুর এমই স্কুলে গত ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্কুলের বরিষ্ঠ শিক্ষিকা শবনম হায়াতের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরেন বিজ্ঞান শিক্ষক তথা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌতম দেব। তিনি মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে সামাজিক কুসংস্কার দূর করার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেন। মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যায় টেলি-মানসের ১৪৪১৬ হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। সভায় সহকারী শিক্ষক স্বরূপ ভট্টাচার্য ও অসমীয়া বিষয়ের শিক্ষক নুরুল আমিন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন প্রাক্তন ছাত্রী উমা নাথ।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি পাকিস্তান সরকারের, শুরু রাষ্ট্রপতি শাসন



ইসলামাবাদ : একটামাত্র প্রদেশে টিকে ছিল বিরোধী সরকার। সেখানেও জরুরি অবস্থা জারি করে দিল পাকিস্তান। রবিবার পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি পাক সংবিধানের ধারা কার্যকর করে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত খাইবার পাখতুনখোয়ায় ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরানের খানের দল পিটিআইয়ের সরকার। এবার সেখানে শুরু হল রাষ্ট্রপতি শাসন।

জেলবন্দি ইমরানের মুক্তি চেয়ে পথে নেমেছেন পিটিআই কর্মী-সমর্থকরা। পাক জনতার মনেও ক্ষোভ জমেছে ইমরানের বন্দিদশা দেখে। একের পর এক মিছিলে পা মেলাচ্ছেন তাঁরা। সেই দেখেই নড়েচড়ে বসেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। প্রতিবাদীদের সটান জঙ্গি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামাবাদ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পিটিআই সরকার একেবারে ব্যর্থ। তাই পাক সংবিধানের ২৩২ এবং ২৩৪ ধারা আরোপ করে ওই প্রদেশে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়েছে খাইবার পাখতুনখোয়ায়।

ওই প্রদেশের গভর্নর ফয়সল করিম কুন্ডি জানিয়েছেন, যারা আইন হাতে তুলে নেবে তাদের আয়রন হ্যান্ডের মাধ্যমে দেখে নেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই পিটিআই চেয়ারম্যান গোহার আলি খান এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর কথায়, এই ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অগণতান্ত্রিকভাবে ভয়ংকর রাজনৈতিক ভুল হয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে সংঘাত বাড়বে এই সিদ্ধান্তের ফলে। ইতিমধ্যেই খাইবার পাখতুনখোয়া বারবার বিপর্যস্ত হয়ে টিটিপি আক্রমণে। জরুরি অবস্থার জেরে সেই অবস্থার উন্নতি হবে না বলেই দাবি পিটিআইয়ের।

প্রসঙ্গত, খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত থেকে বিরাট পদযাত্রা করে ইসলামাবাদ পৌঁছানোর লক্ষ্যে পথে নেমেছিলেন পিটিআই কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি ইমরানের মুক্তি। কিন্তু ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই পদযাত্রায় ইতিমধ্যেই ব্যাপক দমনপীড়ন চালিয়েছে পাক সরকার। দফায় দফায় লাঠিচার্জের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত ২০০০ জনকে। ইসলামাবাদের মূল রাস্তাগুলির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। কন্টেনার নামিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছে রাস্তা।

চেন্নাইয়ে নয়া মেট্রো রুট উদ্বোধন মোদির, বিজয়ের সঙ্গে সফর প্রধানমন্ত্রীর

চেন্নাই : দিল্লি বিক্ষোভের মাঝেই তামিলনাড়ু সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার চেন্নাইয়ে মেট্রোর ফেজ ২-র পুনামাল্লি বাই পাস - ভাদা পালানি অংশের উদ্বোধন করলেন তিনি। ১৫ কিলোমিটারের এই মেট্রো রুটে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের সঙ্গে সফরও করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। পরের বাইপাস থেকে পুনামাল্লি পর্যন্ত সফর করেন তাঁরা।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই মেট্রো রুট তৈরিতে খরচ পড়েছে ৪৯০০ কোটি টাকা। যাত্রাপথে পড়বে ১১টি স্টেশন। পুরো মেট্রো রুটের মধ্যে ৩.৭ কিমি রাস্তায় রয়েছে 'ডবল ডেকার স্ট্রাকচার'। ড্রাইভারলেস অপারেশনের জন্য উন্নত সিগন্যালিং। এই রুটে মেট্রো চালুর জেরে চেন্নাইয়ের পশ্চিম শহরতলির সঙ্গে মূল শহরের যোগাযোগ আরও সহজ হবে। আগামী সোমবার থেকে এই রুটে নিয়মিত



যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

রবিবার এই মেট্রো উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নিজে টিকিট কেটে স্টেশনে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ৫০০ ভারতনাট্যম শিল্পী।

এরপর পরের বাইপাস স্টেশন থেকে পুনামাল্লি পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সফর করেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য আধিকারিকরাও। তবে শুধু মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন নয়। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

এর মধ্যে রয়েছে ৩,৭০০ কোটির জাতীয় সড়ক প্রকল্প, ৭৫০ কোটির রেল প্রকল্প, আইআইটি মাদ্রাজে সুধা গোপালকৃষ্ণন ব্রেন সেন্টার। পরে জলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরে পুজো ও একটি স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

হরমুজের খাঁচে মহাসাগরের নাম বদল!

‘আটলান্টিক’ ও ‘প্রশান্ত’ মুছে নিজের নাম ঢোকালেন ট্রাম্প



ওয়াশিংটন : নিজেকে মহিমাহিত করার চেষ্টায় কখনও কোনও খামতি রাখেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই ছকে একাধিকবার হরমুজ প্রণালীর নাম বদলে তা নিজের নামে রেখেছেন তিনি। খাঁড়ি পেরিয়ে এবার ট্রাম্পের নজর পড়ল মহাসাগরের দিকে। মজার ছিলে হলেও এবার দুই মহাসাগর প্রশান্ত ও আটলান্টিক নাম বদলে তা নিজের নামে রাখার প্রস্তাব করলেন তিনি। প্রস্তাব দিলেন, এই দুই মহাসাগরের নাম বদলে ‘ট্রাম্প ওশিয়ান’ এবং ‘ওশিয়ান অফ দ্য আমেরিকাস’ রাখা যেতে পারে। ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার আগে আমেরিকার নিজস্ব মহাসাগর ও একটি বড় নদী থাকা উচিত।

আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় হতে চলেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। সেই উপলক্ষে শনিবার টেনেসির ক্লারসভিলেতে জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে হাডসন নদীর নামবদলের

সম্ভাবনা খারিজ করে দেন তিনি এবং বলেন, আমাদের একটি নদী দরকার। একটি মহাসাগরও দরকার। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দুটি মহাসাগরের যেকোনও একটির নাম বদলে দেওয়া যেতে পারে। আমরা এর নাম দেব ‘ট্রাম্প মহাসাগর’ বা ‘আমেরিকা মহাসাগর’ এই ধরনের কিছু একটা। ট্রাম্পের এহেন মন্তব্য শুনে হেসে ওঠেন সেখানে উপস্থিত জনতা।

এই সমাবেশে নির্বাচন উপলক্ষে বড় প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, রিপাবলিকান পার্টি যদি কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই জয়লাভ করে, তবে তিনি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিককে ৫, ০০০ ডলার করে দেবেন। এই নির্বাচনে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান ট্রাম্প। তিনি এটাও জানান, আজ আমেরিকা ভেজেজুয়েলা থেকে শত শত কোটি ডলারের তেল পাচ্ছে। এই বিরাট সাফল্য তাঁর উদ্যোগেই সফল হয়েছে।

সোমে হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে, তৃণমূল সাংসদকে ফের নোটিস

কলকাতা : ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্যারে পুলিশ। ক্যামাকস্টিউট কাণ্ডে কালই হাজিরা দিতে হবে তৃণমূল সাংসদকে। অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরাল শেক্সপিয়র সরণি থানার আধিকারিকরা। গত ২৭ আগস্ট ক্যামাকস্টিউটে অভিষেকের



অফিসের বিলবোর্ড খুলতে গেলে পুরসভার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে। পুরসভার এফআইআরের ভিত্তিতেই এদিন তাঁকে নোটিস দিতে যায় পুলিশ। দুদিন আগেই অভিষেকের বাড়িতে নোটিস দিতে গিয়েছিলেন আধিকারিকরা, বাড়িতে কেউ না থাকায় নোটিস না দিয়েই ফিরতে হয়েছিল পুলিশকে। রবিবার সকালে প্রায় মিনিট ২০ অপেক্ষার পর বাড়ির সদর দরজা খোলা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্টিউটের অফিসে বিলবোর্ড খুলতে গেলে

এফআইআরের ভিত্তিতে গত বুধবার অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে যান শেক্সপিয়র থানার পুলিশকর্মীরা। অভিযোগপত্রে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নাম উল্লেখ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও বুধবার বাড়িতে কেউ না থাকায় নোটিস দিতে পারেননি পুলিশকর্মীরা। এদিন পুরসভারই আরেকটি মামলায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিল পুলিশ।

ডিব্ৰুগড়ের মাঠ থেকে ২০৩৬ অলিম্পিকের স্বপ্ন

বদলাচ্ছে অসমের ক্রীড়া পরিকাঠামো

একটা ক্রিকেট মাঠ শুধুই পিচ, বল আর ব্যাটের সমাহার নয়। কোনও তরুণের কাছে তা প্রথম বড় স্বপ্ন দেখার জায়গা, কারও কাছে বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো বিকেলের স্মৃতি, আবার কারও কাছে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর স্বপ্নের শুরু। অসমের ডিব্ৰুগড়ে জলান আউটডোর স্টেডিয়ামও তেমনই এক মাঠ। বহু ক্রিকেটারের উত্থানের সাক্ষী এই স্টেডিয়ামকে ঘিরেই এবার নতুন করে স্বপ্ন দেখছে শহর; একদিন এখানেও হয়তো গড়াবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর।

শনিবার স্টেডিয়ামের পুনর্নির্মিত প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করতে গিয়ে সেই আশার কথাই তুলে ধরলেন ডিব্ৰুগড়ের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তাঁর বক্তব্য, মাঠের প্যাভিলিয়ন, পিচ ও আউটফিল্ডকে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ডিব্ৰুগড়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব হবে বলেও আশাবাদী তিনি।

এই স্থানীয় উদ্যোগের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে আরও বড় একটি স্বপ্ন; ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য ভারতের প্রস্তুতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ভারত এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসর আয়োজনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে বলে জানান সোনোয়াল। যদিও অলিম্পিক আয়োজনের সম্ভাবনার কথা সামনে এলেও, ডিব্ৰুগড়ের নতুন প্যাভিলিয়নকে তার সরাসরি অংশ হিসেবে নয়, বরং দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের বৃহত্তর প্রয়াসের একটি উদাহরণ হিসেবেই দেখা যেতে পারে।

ডিব্ৰুগড়ের ক্রিকেটের সঙ্গে জলান আউটডোর স্টেডিয়ামের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সোনোয়াল নিজেও এই মাঠে ক্রিকেট খেলার দিনগুলির স্মৃতি মনে করিয়ে দেন। সময়ের সঙ্গে খেলার ধরন বদলেছে, প্রতিযোগিতার পরিসর বেড়েছে, বেড়েছে খেলোয়াড়দের প্রস্তুতির চাহিদাও। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতেই স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নত করার উদ্যোগ।

নতুন প্যাভিলিয়নের পাশাপাশি মাঠের পিচ ও আউটফিল্ডও তৈরি করা হয়েছে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন মাথায় রেখে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ

বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার মতে, এই উন্নয়ন স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

সইকিয়া জানান, ডিব্ৰুগড়ের ক্রিকেট ঐতিহ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই জেলা থেকে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন ক্রিকেটার অসমের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছেন। তাঁদের সাফল্যই ইঙ্গিত দেয়, সুযোগ ও পরিকাঠামো পেলে এই অঞ্চলে আরও প্রতিভা উঠে আসতে পারে।

নতুন প্যাভিলিয়ন, উন্নত আউটফিল্ড এবং সাত উইকেটের পিচের সুবিধা তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়মিত অনুশীলনে সাহায্য করবে বলে আশা তাঁর। তবে পরিকাঠামো তৈরি হওয়াই শেষ কথা নয়। নিয়মিত প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত পরিচর্যা এবং প্রতিভা চিহ্নিত করার ধারাবাহিক ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

বর্তমানে গুয়াহাটী অসমের একমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেন্দ্র। ফলে রাজ্যের অন্য প্রান্তের খেলোয়াড়দের বড় মধ্যে পৌঁছানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই গুয়াহাটীকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। ডিব্ৰুগড়ে পরিকাঠামো আরও উন্নত হলে এই নির্ভরতা কিছুটা কমতে পারে।

সইকিয়ার মতে, ডিব্ৰুগড়ের সামনে ভবিষ্যতে আরও একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিসিআই ও অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন

(এসিএ) স্টেডিয়ামের পরবর্তী উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কাজগুলি খতিয়ে দেখবে বলেও তিনি জানান। তবে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সহযোগিতা ও আরও উন্নয়ন প্রয়োজন হবে।

প্যাভিলিয়নটি তৈরি করেছে ডিব্ৰুগড় জেলা ক্রীড়া সংস্থা। অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডও এই কাজে সহায়তা করেছে। অয়েল

বাড়াতে সাহায্য করেছে। কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস এবং অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্যের পিছনে এই উদ্যোগগুলিরও ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অসমের বঙ্গার লাভলিনা বরগোহাইয়ের ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন সোনোয়াল।

তাঁর মতে, লাভলিনার মতো খেলোয়াড়দের সাফল্য রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। আন্তর্জাতিক মধ্যে সাফল্যের জন্য প্রতিভার পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি।

এই জায়গাতেই ডিব্ৰুগড়ের মতো জেলার গুরুত্ব। ক্রীড়া পরিকাঠামো যদি বড় শহরের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আরও বেশি তরুণ নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ পেতে পারেন। স্থানীয় প্রতিযোগিতা থেকে রাজ্য দল, সেখান থেকে জাতীয় স্তরে ওঠার পথও কিছুটা মসৃণ হতে পারে।

২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্য ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রের সামনে একটি বড়

উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মধ্যে পৌঁছানোর প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক আগে; জেলা স্তরের মাঠে, নিয়মিত অনুশীলনে, প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এবং তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য সুযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে।

ডিব্ৰুগড়ের জলান আউটডোর স্টেডিয়ামের নতুন প্যাভিলিয়ন সেই বৃহত্তর প্রয়োজনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের আশার পাশাপাশি মাঠটি স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য কতটা কার্যকর হয়ে ওঠে, নিয়মিত প্রতিযোগিতা কতটা বাড়ে এবং নতুন প্রতিভা উঠে আসার সুযোগ কতটা তৈরি হয়; সেই প্রশ্নগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

একদিন ডিব্ৰুগড়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ হলে তা শহরের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা হবে। কিন্তু তার চেয়েও স্থায়ী সাফল্য হবে যদি এই মাঠ থেকে আগামী দিনে আরও ক্রিকেটার অসমের হয়ে খেলতে পারেন, জাতীয় স্তরে পৌঁছন এবং নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ পান।

কারণ, বড় ক্রীড়া আয়োজনের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত শুধু একটি শহর বা দেশের পরিচিতি বাড়ানোর বিষয় নয়। সেই স্বপ্নের আসল মূল্য তখনই তৈরি হয়, যখন তার সুফল পৌঁছয় মাঠে অনুশীলন করা নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে।

জলান আউটডোর স্টেডিয়ামের নতুন প্যাভিলিয়ন ঘিরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আশা; দেশের বড় ক্রীড়া আয়োজনের লক্ষ্যের সঙ্গে জেলা স্তরে প্রতিভা গড়ে তোলার উদ্যোগে জোর দিলেন সর্বানন্দ সোনোয়াল ও দেবজিৎ সইকিয়া।

ইন্ডিয়া তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় ক্রীড়া পরিকাঠামোর জন্য ২৪ লক্ষ টাকা দিয়েছে। জেলা স্তরে ক্রীড়া উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্থা, ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এই ধরনের সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বড় প্রকল্পের পথ খুলে দিতে পারে।

ডিব্ৰুগড়ের স্টেডিয়ামের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সোনোয়াল দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে গত ১২ বছরের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, ‘খেলো ইন্ডিয়া’ ও ‘ফিট ইন্ডিয়া’-র মতো কর্মসূচি ভারতীয় খেলাধুলার পরিসর

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News In-Depth Analysis Expert Opinions
Local & Global Stories Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS



**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll

→ **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>

✉ info@krcfoundation.org

☎ **+91 - 9330830083**



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান

WhatsApp: 8721838313

e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION



www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krccfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD

<https://bit.ly/krctimesratecard>

